যায়যায়দিন

তারিখ 18 OCT 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একমুখী শিক্ষা স্থগিত হচ্ছে আরো এক বছরের জন্য

আশরাফুল হক রাজীব

সরকার আরো এক বছরের জন্য একমুখী শিক্ষা স্থগিত করতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। চলতি মাসেই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ সময়ের মধ্যে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে একমুখী শিক্ষায় রূপান্তরের জন্য কি কি অবকাঠামো, শিক্ষক, বিজ্ঞানাগার, বিজ্ঞানাগারের উপকরণ দরকার তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে সরকার। এছাড়া প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও বিজ্ঞানাগারের অভাবে ২০১২ সালের আগে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যাবে না বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ২০০৬ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা দেয়। এ জন্য তৎকালীন জোট সরকার প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে। এর মধ্যে ৩৪৮ জন কর্মকর্তা ও শিক্ষক একমুখী শিক্ষার জন্য বিদেশে ট্রেইনিং নেন। কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নন বলে জানা গেছে।

বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের পাঠ্যক্রম তুলে দিয়ে সব বিভাগের জন্য নবম শ্রেণী থেকে একমুখী পাঠ্যক্রম চালুর পরিকল্পনা করা হয়। জানা গেছে, একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার জন্য সাবেক সরকার শিক্ষকদের ট্রেইনিং দেয়াসহ নানামুখী পদক্ষেপ নিলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। এ নিয়ে ২০০৫ সালে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। আন্দোলনের মুখে ও সংবাদপত্রগুলোর অব্যাহত নেতিবাচক প্রচারণায় সরকার ২০০৫ সালের ৬ ডিসেম্বর একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি স্থগিত করে। প্রথম দফায় ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। কিন্তু ২০০৬ সালের মে মাসে একমুখী শিক্ষা ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। এরপর তা আরেক দফায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়।

গত সেপ্টেম্বরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ২০০৮ সাল থেকে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে কি না তা সরকারের কাছে জানতে চায়। এর কারণ হিসেবে তারা সরকারকে জানিয়েছে, ২০০৮ সালে একমুখী শিক্ষা চালু হলে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ শুরু করতে হবে। বিষয়টি এখনই সুরাহা করা না হলে এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ শুরু করতে পারছে না। মূলত এনসিটিবির চিঠি পেয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয় আরো এক বছরের জন্য একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থগিত করার প্রস্তাব পাঠাচ্ছে উপদেষ্টা পরিষদে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে আরো জানা গেছে, ২০১২ সালের আগে একমুখী শিক্ষা চালু করা যাবে না। একমুখী শিক্ষা চালু করতে হলে দেশের সব স্কুলেই বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। অথচ বর্তমানে দেশের ৭ হাজার ৪৭টি স্কুলে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক নেই। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নেই ১ হাজার ৫১২টি স্কুলে। মানবিক বিভাগের শিক্ষক নেই ২২৮টি স্কুলে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে ১৪ হাজার ৫৫২টি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন পৃ ২>> কলাম ৩

একমুখী শিক্ষা স্থগিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ২০০২ সালেই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা শুরু হয়। একই সঙ্গে শুরু করা হয় কারিকুলাম তৈরির কাজ। একমুখী শিক্ষা চালুর বিষয়টি নিয়ে দেশের শিক্ষাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো মতভিন্নতা নেই। তবে সরকার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নিয়েই ২০০৬ সাল থেকে একমুখী শিক্ষা পদ্ধতি চালুর ঘোষণা দেয়। কিন্তু ২০০৫ সালে এসে সরকার বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনের মুখে পড়ে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের নেতৃত্বে একমুখী শিক্ষা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। সরকারের শেষ সময় বিবেচনা করে তৎকালীন সরকারও আন্দোলন দমন করার জন্য কঠোর হয়নি। তারা তখন এক বছরের জন্য বিষয়টি স্থগিত করে।